আশুতোষ সামন্ত (মৃত) আইনগত প্রতিনিধি এবং অন্যান্যদের দ্বারা

বনাম

রঞ্জন বালা দাসী ও অন্যান্যরা।

(2021 সালের দেওয়ানি আপিল নং 7775)

১৪ই মার্চ, ২০২৩

[এস. রবীন্দ্র ভাট এবং হিমা কোহলি, মহামান্য বিচারপতিদ্বয়]

সাক্ষ্য আইন, 1872- ধারা 68, 69, 71 এবং 90 - ইচ্ছাপত্রর প্রমাণ -

সিদ্ধান্তঃ ইচ্ছাপত্রগুলি কেবল তাদের বয়সের ভিত্তিতে প্রমাণ করা যায় না -ইচ্ছাপত্র প্রমাণের ক্ষেত্রে ৩০ বছরের বেশি বয়সী দস্তাবেজ নিয়মনিষ্ঠা সম্পর্কে সাক্ষ্য আইন এর ৯০ ধারা প্রাকপ্রত্যয় প্রয়োগযোগ্য নয়, যা প্রমাণ করতে হবে উত্তরাধিকার আইন এর ৬৩(গ) এবং সাক্ষ্য আইন -এর ধারা ৬৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে। প্রায়শই এমন পরিস্থিতি থাকে যখন ইচ্ছাপত্রগুলি অন্যথায় প্রত্যয়িত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে, আইন দ্বারা প্রদত্ত হিসাবে, উক্ত দুটি বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ করা যায় না, এই কারণে যে প্রত্যয়িতকারী সাক্ষী উপলব্ধ নেই, বা যদি কোনও সাক্ষী ইচ্ছাপত্রটি প্রত্যয়িত করতে অস্বীকার করে, তখন ৬৯ এবং ৭১, সাক্ষ্য আইন প্রবক্তা র সহায়তায় টা পেশ করা যায়। -

আপিল খারিজ করে আদালত

তথ্যের ভিত্তিতে *ইচ্ছাপত্রটি* যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়েছিল এবং প্রতিবাদী-প্রবক্তা এটি প্রমাণ করতে সফল হয়েছিলেন। -হাইকোর্ট-ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, 1925-এর বিতর্কিত রায়ে কোনও দুর্বলতা নেই। 63 (সি)।

সিদ্ধান্তঃ১. *ইচ্ছাপত্রগুলি* কেবল তাদের বয়সের ভিত্তিতে প্রমাণ করা যায় না-উইলের প্রমাণের ক্ষেত্রে 30 বছরের বেশি বয়সী দস্তাবেজের নিয়মনিষ্ঠা সম্পর্কে 90 ধারার অধীনে অনুমান প্রয়োগযোগ্য নয়, যা উত্তরাধিকার আইন, 1925-এর 63 (সি) ধারা এবং সাক্ষ্য আইন, 1872-এর 68 ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ করতে হবে।প্রায়শই এমন পরিস্থিতি থাকে যখন *ইচ্ছাপত্রগুলি* অন্যথায় প্রত্যয়িত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে, আইনের নিয়ম আনুসারে , উক্ত দুটি বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ করা যায় না, কারণ প্রত্যয়িতকারী সাক্ষী উপলব্ধ নেই, বা যদি কোনও সাক্ষী ইচ্ছাপত্রটি প্রত্যয়িত করতে অস্বীকার করে।১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ৬৯ এবং ৭১ ধারা তখন প্রবক্তাকে সহায়তা করে। প্রমাণকারী সাক্ষীরা মারা গেলে বা খুঁজে না পেলে, প্রবক্তা অসহায় নন, কারণ 1872 সালের সাক্ষ্য আইনের 69 ধারা প্রযোজ্য।[অনুচ্ছেদ 13,14,17] [243 বি-ডি; 245-ডি-ই]

২. বর্তমান মামলায় সাক্ষ্যদানকারী উভয় সাক্ষীই মারা গেছেন। ইচ্ছাপত্রকারীর দুই পুত্র ইচ্ছাপত্রটিতে স্বাক্ষর করার সময় তাদের উপস্থিতির বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।তারা 'এন. বি'-এর স্বাক্ষরও চিহ্নিত করে, যারা ইচ্ছাপত্রটি তৈরি করেন এবং স্বাক্ষর করেন। এছাড়াও, 'এন. বি'-এর পুত্র বাদীর সাক্ষ্য-4- কে পদচ্যুত করা হয়। তাঁর সাক্ষ্যে তিনি ইচ্ছাপত্রকারি এবং দুই প্রত্যয়য়িত সাক্ষী ইচ্ছাপত্রটিতে স্বাক্ষর করার সময় উপস্থিত ছিলেন বলে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন; তিনি তাদের স্বাক্ষর সনাক্ত করতে সক্ষম হন। এই সাক্ষী শিক্ষিত এবং একজন স্নাতক । ইচ্ছাপত্রটি কখন স্বাক্ষরিত হয়েছিল, কোথায় স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং কারা উপস্থিত ছিলেন, সেই পরিস্থিতিগুলি তাঁর দ্বারা পেশ করা হয়েছিল। উপরন্তু, সাক্ষীকে জেরা করা হয়েছিল। সাক্ষীদের জবানবন্দি ছাড়াও, বিচার আদালত বিভাজন দলিলের উপর নির্ভর করেছিল যা এটিকে কার্যকর করেছিল এবং যার মধ্যে ইচ্ছাপত্রের শর্তাবলী অনুসারে শেয়ার বিতরণ করা হয়েছিল। এই দস্তাবেজ একটি দস্তাবেজ ছিল; এছাড়াও, আবেদনকারীর পূর্বসূরি প্রয়াত 'ইউ' একটি নথিতে স্বাক্ষর করেছিলেন যা ইচ্ছাপত্রের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছিল। যদি উপরের সমস্ত পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হয় এবং এই বিষয়টিও মনে রাখা হয় যে 'ইউ'-এর কোনও উত্তরাধিকারী পরিচালন পত্র প্রদানের বিরোধিতা করেননি, তবে কেবল একটি উপসংহার হতে পারে, অর্থাৎ ইচ্ছাপত্রটি যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়েছিল এবং এখানে প্রবক্তা/উত্তরদাতা এটি প্রমাণ করতে সফল হয়েছিলেন। [অনুচ্ছেদ 18,19 এবং 20] [245-ই এইচ; 246-এ-বি]

এম. বি. রমেশ (মৃত)আইনগত প্রতিনিধি দ্বারা বনাম কে. এম. বীরাজে উডস (মৃত)আইনগত প্রতিনিধি দ্বারা এবং **অন্যান্য। সিভিল আপিল নং** 1071/2006; বাবু সিং ও অন্যান্যরা বনাম রাম সহায় ওরফে রাম সিং [2008] **7 এস. সি. আর** 250; কে. লক্ষ্মণন বনাম থেক্কাইল পদ্মিনী ও অন্যান্য। [2008] 16 এস. সি. আর 117; ভি কল্যাণস্বামী (ডি) দ্বারা এল. আর. এবং ওরস বনাম এল ভক্তবৎসলাম (ডি) দ্বারা এল. আর. এবং **অন্যান্য, সিভিল আপিল নং** 1021-26/2013- নির্ভরশীল।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2008] পারা 15-এর উপর	নির্ভরশীল ৭	এস. সি. আর 250
[2008] 16 এস. সি.	আর 1117	প্যারা 15-এ নির্ভরযোগ্য

সিভিল অ্যাপেললেট এক্তিয়ার2021 সালের সিভিল আপিল নং 7775।

1972 সালের 664 নং FA এ-তে কলিকাতা হাইকোর্টের 02.02.2007 এর রায় ও আদেশ থেকে।

আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী রঞ্জন মুখার্জি।

প্রতিবাদীদের জন্য - বিকাশ কর গুপ্ত, শ্রীমতী দেবরতী সাধু, আজিম এইচ. লস্কর, এস. কে. বিসওয়াল, শ্রীমতী দেবাঞ্জনা রায়চৌধুরী, অভিজিৎ ভট্টাচার্য, শুভ্রো সান্যাল, শ্রীমতী অপরাজিত মুখার্জি, আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করলেন

বিচারপতি শ্রী এস. রবীন্দ্র ভাট,

পটভূমি

১. এই আপিল, বিশেষ অনুমতির সাপেক্ষে, কলিকাতা উচ্চ আদালতের[১] একটি রায় এবং আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, যা বিচারিক আদালত[2] - এর একটি রায় এবং ডিক্রি নিশ্চিত করে যা ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, 1925 (এরপরে, "আইন")-এর ধারা 278-এর অধীনে পরিচালন পত্র মঞ্জুর করার জন্য একটি দরখাস্তকে অনুমতি দেয়। ক্ষুব্ধ প্রতিবাদি হলেন এই আদালতের আপিলকারী।

২. সংক্ষেপে বলা যায় যে, গোসাইদাস সামন্ত (এইখানে, "সম্পাদনকারী")-এর তিন পুত্র ছিল- উপেন্দ্র, অনুকুল এবং মহাদেব। তিনি , তাঁর তিন পুত্র এবং বিধবা স্ত্রী ভগবতী দাস রেখে মারা যান এবং ১৬.১১.১৯২৯ তারিখের একটি উইল রেখে যান। ইচ্ছাপত্রকারী তাঁর তিন উত্তরাধিকারী, দুই পুত্র অনুকুল ও মহাদেব এবং তার নাতি শিবু, উপেন্দ্র -এর পুত্র (যাকে কোনও অংশ দেওয়া হয়নি)-এর মধ্যে তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছিলেন।২১.০২.১৯৪৫-এ, এই তিন সহ-অংশীদারদের মধ্যে একটি বিভাজননামা দলিল তৈরি হয়েছিল। এই ব্যবস্থাটি আপাতদৃষ্টিতে উপেন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন, যিনি শিবুর দ্বারা বিক্রি করা তার অংশের সম্পত্তির একটি অংশের বিষয়ে একটি দাবিত্যাগের দস্তাবেজ কার্যকর করেছিলেন।

৩. ১৯৫২ সালে, উইল কারীর মালিকানাধীন সম্পত্তির একটি অংশ তিনি দখল করেছেন এবং সেগুলি উপেন্দ্রের কাছ থেকে কিনেছেন বলে অভিযোগ করে, বর্তমান আপিলকারী বিভাজন ও দখলের জন্য একটি মামলা দায়ের করেন।বর্তমান আপিলকারীর কোনও স্বত্ব নেই এই সিদ্ধান্তে মামলাটি খারিজ করে দেওয়া হয়[৩]। সেই রায়টি অবশ্য আপিল আদালত দ্বারা উলটে দেওয়া হয়, বিভাজনের জন্য একটি প্রাথমিক ডিক্রি পাস করা হয়[৪]। বর্তমান প্রতিবাদীর (মহাদেবের পুত্র) দ্বারা আরও আপিলের পরে, হাইকোর্ট লক্ষ্য করে যে যদিও ইচ্ছাপত্রের উপর আস্থা রাখা হয়েছিল, তবে এটি প্রবেট করা হয়নি বা এ ব্যাপারে পরিচালন পত্র প্রশাসনের চিঠিও চাওয়া হয়নি। উচ্চ আদালত এখানে প্রতিবাদির দখল সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

১ এফ. এ. নং. 664/1972, তারিখ 02.02.2007
২ ওএস নং. 7/1969, তারিখ 31.05.1972।
৩ টাইটেল স্যুট নং. 647/1952, তারিখ 29.08.1957।
৪ টাইটেল আপিল নং. 1027/1957, তারিখ 17.02.1959।
৫ আপিল ডিক্রি নং 950/1959, তারিখ 27.11.1967 থেকে আপিল।

৪. হাইকোর্টের সিদ্ধান্তর দিকে নজর রেখে, বিশেষ করে প্রবেট বা পরিচালনপত্রের অনুপস্থিতি বিবেচনা করে, এখানে প্রতিবাদীগন শাসনাধিকারপত্রর জন্য উপযুক্ত আদালতের দ্বারস্থ হন।[৬] বিচারের সময়, প্রত্যায়িত সাক্ষীদের কেউই জীবিত ছিলেন না।নিম্ন আদালত তাই, উইলকারীর দুই পুত্রের জবানবন্দির পাশাপাশি সুরেন্দ্র নাথ ভৌমিকের জবানবন্দির উপর নির্ভর করেছিল, যিনি উইলকারীকে যথাযথভাবে স্বাক্ষর করতে দেখেছিলেন এই মর্মে সাক্ষ্য দেন।

৫. বর্তমান আপিলকারী অর্থাৎ উপেন্দ্রের কাছ থেকে সম্পত্তির ক্রেতা প্রশাসনিক কার্যধারার বিরোধিতা করেছিলেন।তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে কার্যধারাটি গ্রহণযোগ্য ছিল না কারণ অত্যধিক দীর্ঘ সময়ের পরে লাঘব চাওয়া হয়েছিল। নিম্ন আদালত সাক্ষীদের জবানবন্দির পাশাপাশি উপস্থাপিত দস্তাবেজ উপর নির্ভর করেছিল যার মধ্যে ২১.০২.১৯৪৫ তারিখের বিভাজনের নিবন্ধিত দলিল অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা স্পষ্টভাবে এই উইল উল্লেখ করেছিল।নিম্ন আদালত একটি দস্তাবেজের উপরও নির্ভর করেছিল, অর্থাৎ, উপেন্দ্র দ্বারা সম্পাদিত দলিল, যার মধ্যে উইলের একটি উল্লেখও ছিল।

৬. উপকরণগুলি বিবেচনা করে, আদালত একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে প্রতিবাদী শাসনাধিকারপত্রর অধিকারী ছিলেন।সেই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল খারিজ হয়ে যায়।[৭] অতএব, বর্তমানে এই আপীল।

যুক্তিমালা

৭. আবেদনকারীর পক্ষে শ্রী রঞ্জন মুখার্জি, বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ইচ্ছাপত্রটি সঠিকভাবে সম্পাদন করা হয়েছিল তা প্রমাণ করার জন্য কোনও প্রমাণ না থাকার কারণে নিম্ন আদালতগুলি উইলের উপর নির্ভর করতে পারে না কিন্তু তাও শাসনাধিকারপত্রগুলি মঞ্জুর করেছিল।এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে উইলটি সম্পাদন করার ব্যাপারে সন্দেহজনক পরিস্থিতি রয়েছে যা এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে কারণ প্রস্তাবক বিভিন্ন বিতর্ক উত্থাপন করেছিলেন, যার মধ্যে একটি বিভাজনের জন্য পূর্ববর্তী মামলায় বিরুদ্ধ দখলের ব্যাপারে ছিল। এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে নিম্ন আদালতগুলি ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ৯০ ধারার ভিত্তিতে উইলটি গ্রহণ করতে পারে না এবং ১৯৪৫ সালের বিভাজন দলিলের উপর নির্ভর করতে পারে না বা উপেন্দ্র দ্বারা 'নাবাদী' কার্যকর করা হয়েছে বলে বলা হয় না। এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে আদালতে যাওয়ার ক্ষেত্রে অত্যধিক বিলম্ব পরিচালনপত্রের দাবিকে নস্যাৎ করা উচিত ছিল।

৮. অন্যদিকে, শ্রী বিকাশ কর গুপ্ত, বিদ্বান আইনজীবী, প্রতিবাদীগন পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন যে বর্তমান মামলাটি এখন একটি, যেখানে আদালতগুলি তথ্যের সমবর্তী ফলাফল প্রদান করেছে, সেখানে এই আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এটি বলা হয়েছিল যে উইলটি যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং পরিচালনপত্রের জন্য আদালতে যেতে বিলম্বের প্রশ্নই ওঠে না।

৯. প্রতিবাদী নথির উপর নির্ভর করেছিলেন, এবং বিচারিক আদালতের পাশাপাশি হাইকোর্টের দ্বারা প্রদত্ত ফলাফলের উপর, এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে উভয় আদালত ধারাবাহিকভাবে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তা নথিভূক্ত করেছেন যে, ইচ্ছাপত্র প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সন্তুষ্ট হয়েছে, এবং আদালতগুলি কেবল দস্তাবেজটি পুরানো বলে প্রাকপ্রত্যয়ের ভিত্তিতে তাদের সিদ্ধান্তে আসেননি।

বিশ্লেষণ এবং ফলাফল

১০. তথ্যভিত্তিক আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইচ্ছাপত্রকারীর ব্যাপক সম্পত্তি ছিল। আপিলকারী সম্পত্তির একটি অংশের ক্রেতা। সেই সম্পত্তিগুলি ইচ্ছাপত্রকারীর পুত্র উপেন্দ্র বিক্রি করেছিলেন। ইচ্ছাপত্রে, উপেন্দ্রকে ইচ্ছাপত্রকারির দ্বারা সম্পত্তির কোনও অংশ ইচ্ছাপত্র করা হয়নি; পরিবর্তে তাঁর পুত্র শিবু ছিলেন একজন উত্তরাধিকারী এবং বাকি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে একজন।এখানে প্রতিবাদী এক-তৃতীয়াংশ অংশ দাবি করে একটি মামলা দায়ের করেছেন; আপিলকারী দাবি করেছেন যে তিনি তার দখলে রয়েছেন।যদিও সেই কার্যধারাগুলিতে, উভয় আদালতই বলেছিল যে তার দখল ছিল না, তবুও, বাদীর (বর্তমান প্রতিবাদি) স্বত্ব প্রমাণিত হয়নি কারণ তিনি উইলকারীর সম্পত্তির প্রবেট বা পরিচালন পত্র চাননি। অতএব, প্রতিবাদী পরবর্তী কার্যধারায় পরিচালন পত্রের দাবি করেন।উভয় আদালত উইল টিকে খাঁটি বলে মনে করেছে এবং প্রতিবাদীর দ্বারা প্রশাসনের দাবি বহাল রেখেছে।

১১. আপীলকারীর মূল যুক্তি হল যে শাসনাধিকারপত্রর জন্য আবেদনটি যথেষ্ট বিলম্বের পরে করা হয়েছিল এবং নীচের আদালতগুলির ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ৯০ ধারার উপর নির্ভর করা উচিত ছিল না, যা নিম্নরূপঃ

"ধারা 90-ত্রিশ বছরের পুরনো দস্তাবেজ সম্পর্কে প্রাক প্রত্যয়

যেখানে কোনও দস্তাবেজ এমন কোনও জিম্মাদারের থেকে উপস্থাপন করা হয় যা ত্রিশ বছর পুরনো বলে মনে করা হয় বা প্রমাণিত হয়, যা বিশেষ মামলায় আদালত যথাযথ বলে মনে করে,আদালত অনুমান করতে পারে যে স্বাক্ষর এবং এই ধরনের দস্তাবেজ অন্যান্য প্রতিটি অংশ,যা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতের লেখায় রয়েছে বলে মনে হয়, সেই ব্যক্তির হাতের লেখায় রয়েছে এবং সম্পাদিত বা প্রত্যয়িত কোনও দস্তাবেজের ক্ষেত্রে এটি যথাযথভাবে কার্যকর ও প্রত্যয়িত হয়েছে।

যাদের দ্বারা এটি কার্যকর এবং প্রত্যায়িত হতে চায় তাদের দ্বারা।

ব্যাখ্যা-দস্তাবেজগুলি যথাযথ জিম্মাদারের রয়েছে বলে বলা হয় যদি সেগুলি স্বাভাবিকভাবেই সেই স্থানে থাকে এবং সেই ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকে যার সাথে তারা স্বাভাবিক ভাবে থাকবে; তবে

কোনও জিম্মাই অনুপযুক্ত নয় যদি এটি বৈধ উৎস বলে প্রমাণিত হয়, বা নির্দিষ্ট মামলার পরিস্থিতি এমন হয় যা এই ধরনের উৎসকে সম্ভাব্য করে তোলে।

এই ব্যাখ্যাটি 81 ধারার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১২. এই আদালত, ইচ্ছার *প্রমাণের ক্ষেত্রে 90 ধারার প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে অনুরূপ যুক্তি বিবেচনা করার সময়, এল. আর. বনাম* [কে.] এম. বীরাজে উরস (ডি) দ্বারা এল. আর. এবং অন্যান্যদের দ্বারা এম. বি. রমেশ (ডি) মামলায় নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"একই সময়ে আমরা উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া প্রতিবেদনটি গ্রহণ করতে পারি না শুধুমাত্র এই কারণে যে উইলটি 30 বছরের বেশি পুরানো ছিল বলে,ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, 1872 (সংক্ষেপে 'সাক্ষ্য আইন')-এর 90 ধারার অধীনে একটি প্রাকপ্রত্যয় করা উচিত যে নথিটি যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়েছে এবং যাদের দ্বারা এটি কার্যকর করা হয়েছে এবং সত্যায়িত হয়েছে বলে মনে করা হয় তাদের দ্বারা প্রত্যায়িত করা হয়েছে। 2009 (3) এস. সি. সি 687-এ বর্ণিত ভারপুর সিং বনাম শমসের সিং মামলায় এই আদালত যেমন রায় দিয়েছে, 30 বছরের পুরনো দস্তাবেজ সম্পর্কিত একটি প্রাকপ্রত্যয় ইচ্ছাপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সাক্ষ্য আইনের 68 ধারার সঙ্গে উত্তরাধিকার আইনের 63 (সি) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ইচ্ছাপত্র প্রমাণ করতে হবে।

এটি আমাদের বর্তমান মামলার সাথে জড়িত প্রামানিক বিষয় নিয়ে, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট উইলের সিদ্ধতা এবং প্রমাণের ক্ষেত্রে। একটি উইল উত্তরাধিকার আইনের ৬৩ ধারা দ্বারা প্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে কার্যকর করতে হবে। সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারায় অন্তত একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে পরীক্ষা করে ইচ্ছাপত্রটি প্রমাণ করার প্রয়োজন রয়েছে।2003 (2) এস. সি. সি 91-এ রিপোর্ট করা জানকী নারায়ণ ভোয়ার বনাম নারায়ণ নামদেও কদম মামলার 11 অনুচ্ছেদে এই আদালত যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে। প্রমাণ আইনের 71 ধারাটি হল আরেকটি সংযুক্ত ধারা "যা অনুমোদনযোগ্য এবং একটি সক্ষমকারী ধারা যা কোনও পক্ষকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অন্যান্য প্রমাণের সুত্র দেওয়ার অনুমতি দেয়" এবং এইভাবে ধারা 68-এর বাধ্যতামূলক বিধানের কঠোরতা হ্রাস করে।সেই রায়ে যেমন বলা হয়েছে, ধারা 71-এর উদ্দেশ্য হল সাহায্য প্রদান করা এবং সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা।

[৮] সিভিল আপিল নং 1071/2006,03.05.2013-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যে পক্ষ তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু অন্যথায় যদি অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা যথাযথ কার্যকর প্রমাণের অন্যান্য উপায় অনুমোদিত না হয় তবে কে হতাশ করা হবে।

১৩। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, উইলগুলি কেবল তাদের বয়সের ভিত্তিতে প্রমাণ করা যাবে না-30 বছরের বেশি বয়সের দস্তাবেজের নিয়মনিষ্ঠা সম্পর্কে 90 ধারার অধীনে প্রাক প্রত্যয় প্রয়োগযোগ্য নয়। যখন তা বিবেচনা করা হচ্ছে উইলের প্রমাণের ক্ষেত্রে, যা উত্তরাধিকার আইন, 1925-এর 63 (সি) ধারা এবং সাক্ষ্য আইন, 1872-এর 68 ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ করতে হবে।

১৪। প্রায়শই এমন পরিস্থিতি থাকে যখন ইচ্ছাপত্রগুলি অন্যথায় প্রত্যয়িত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে, যেমন আইন দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে, উক্ত দুটি বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হতে পারে না, এই কারণে যে প্রত্যয়িতকারী সাক্ষী উপলব্ধ নেই, বা যদি কোনও সাক্ষী উইলটি প্রত্যয়িত করতে অস্বীকার করে।১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ৬৯ এবং ৭১ ধারা তখন প্রবক্তাকে সহায়তা করে। ধারা ৬৯-এ বলা হয়েছে নিম্নরূপঃ

ধারা 69-প্রমাণ যেখানে কোনও প্রত্যয়নকারী সাক্ষী পাওয়া যায়নি

যদিএই ধরনের কোনও ***প্রত্যয়নকারী*** *সাক্ষী পাওয়া যায় না,অথবা যদি দস্তাবেজটির ইংল্যান্ডে কার্যকর করা হয়েছে বলে মনে করা হয়,এটা প্রমাণ করতে হবে যে, অন্ততপক্ষে একজন প্রত্যায়িত সাক্ষীর প্রত্যয়ন তাঁর হাতের লেখায় রয়েছে এবং দস্তাবেজ সম্পাদনকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর সেই ব্যক্তির হাতের লেখায় রয়েছে।*

ধারা ৭১ হল নিম্নরূপ:

ধারা 71- প্রমান যখন প্রত্যয়িত সাক্ষী নির্বাহ করতে অস্বীকার করে

যদি ***প্রত্যয়নকারী*** *সাক্ষী অস্বীকার করেন বা দস্তাবেজের কার্যকরকরণের কথা মনে না রাখেন, তবে তার কার্যকরণ অন্যান্য সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে।*

১৫. বাবু সিং এবং অনান্যরা বনাম রাম সহায় ওরফে রাম সিং [৯], আদালত 69 ধারা সম্পর্কে নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"এটি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এমন একটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে প্রত্যয়িতকারী সাক্ষী হয় মৃত বা আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে থাকেন বা প্রতিকূল পক্ষ দ্বারা তাঁকে পথ থেকে দূরে রাখেন বা অধ্যাবসায় সহকারে অনুসন্ধান সত্ত্বেও তা খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই, ধারা 69-এ নির্দেশিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ সাক্ষীদের পরীক্ষা করে উইলটি প্রমাণ করা যেতে পারে।

যারা ইচ্ছাপত্রের সম্পাদনকারী বা নির্বাহকের হাতের লেখা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল।প্রমাণের ভারে তখন অন্যের কাছে স্থানান্তরিত হতে পারে।

১৬. যেহেতু, উত্তরাধিকার আইনের 63 ধারা এবং আইনের 68 ধারার বিধানের কথা মাথায় রেখে সাধারণত একটি ইচ্ছাপত্র প্রমাণ করতে হবে, যদি এর উপাদানগুলি, যেমন এখানে আগে লক্ষ্য করা গেছে, নথিতে আনা হয়, তবে কার্যকরীকরণ এবং প্রত্যয়নের কঠোর প্রমাণ শিথিল করা হয়।তবে, ধারা 69-এ যেমন বিবেচনা এবং হয়েছে, স্বাক্ষর ও হাতের লেখা অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে।

লক্ষ্মণন বনাম থেক্কাইল *পদ্মিনী এবং অন্যান্যরা-এ মামলার* ধারা 69 এ *বিবেচনা করা হয়েছিলঃ*

> *"যেহেতু উভয় প্রমাণকারী সাক্ষীকে আইনের 69 ধারার পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা করা হয়নি। আবেদনকারীর উপর এটা প্রমাণ করা বাধ্যতামূলক ছিল যে, কমপক্ষে একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষীর প্রত্যয়ন তাঁর হাতের লেখায় রয়েছে এবং দস্তাবেজ সম্পাদনকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর সেই ব্যক্তির হাতের লেখায় রয়েছে। বিবাদীর সাক্ষী 3, যিনি একজন শনাক্তকারী সাক্ষী ছিলেন প্রদর্শিত বি 2 তে, বিশেষভাবে বলেছে যে তিনি প্রদর্শিত বি 2র ক্ষেত্রে সনাক্তকারী সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেননি। এবং এটিও যে তিনি প্রদর্শিত -বি ২র স্বাক্ষর সম্পর্কে জানতেন না। এছাড়াও, দস্তাবেজের প্রকৃতি বিবেচনা করে যা একটি উপহারের দলিল ছিল এবং এমনকি এই ধরে নিয়ে যে নির্বাহকের দ্বারা দস্তাবেজের ই কার্যকরণকে অস্বীকার করে কোনও আবেদন দায়ের করা হয়নি। এবং, অতএব, একটি প্রত্যয়িত সাক্ষী পরীক্ষা করার কোন বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা এবং বাধ্যবাধকতা ছিল না।কিন্তু তবুও বাস্তব ঘটনা এই যে বাদী কখনও উপহার দলিল কার্যকর করার কথা স্বীকার করেননি এবং তাই, অন্য কোনও দস্তাবেজের মতো এটি প্রমাণ করা প্রয়োজন ছিল।*

১৭। ভি কল্যাণস্বামী (মৃত) দ্বারা *এল. আর. এবং ওরস বনাম এল ভক্তবৎসলম (মৃত) দ্বারা এল. আর. এবং ওরস দ্বারা, "1* ধারা 68 এবং 69-এর প্রভাব বিবেচনা করেছে এবং নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

> *"70। সাক্ষ্য আইনের 69 ধারায় ফিরে এসে আমরা মনে করি যে, তাতে প্রয়োজনীয়তা হবে যদি দস্তাবেজটিতে সম্পাদনকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর তার হাতের লেখায় প্রমাণিত হয়, তবে একজন প্রত্যয়িত সাক্ষীর প্রত্যয়ন তার হাতের লেখায় প্রমাণিত হবে।অন্য কথায়, এই*

1 0 সিভিল আপিল নং. 7082/2008,03.12.2008-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
1 সিভিল আপিল নং 1021-26/2013,17.07.2020-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মামলাগুলি যা সাক্ষ্য আইনের 69 ধারার আওতাধীন, সাক্ষ্য আইনের 68 ধারার সাথে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তাটি যে উভয় সাক্ষীর দ্বারা প্রত্যয়ন কমপক্ষে একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে হবে, তা বাদ দেওয়া হয়েছে।এটি হতে পারে যে সাক্ষ্য আইনের 69 ধারার অর্থের মধ্যে প্রত্যায়িত সাক্ষী দ্বারা প্রদত্ত প্রমাণটিতে অন্য প্রত্যায়িত সাক্ষী দ্বারা প্রত্যায়িত সম্পর্কিত প্রমাণ থাকতে পারে।তবে এটি এই ধারার অধীনে আইনি প্রয়োজনীয়তা হিসাবে উল্লেখ করার মতো একই জিনিস নয় যে সাক্ষ্য আইনের 69 ধারার আওতাধীন একটি মামলায় উভয় সাক্ষীর দ্বারা প্রত্যয়ন প্রমাণ করতে হবে।সংক্ষেপে, সাক্ষ্য আইনের 69 ধারার অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি মামলায়, প্রত্যয়নকারী সাক্ষীর ক্ষেত্রে যা প্রমাণ করতে হবে তা হল, প্রত্যয়নকারী সাক্ষীদের মধ্যে একজনের প্রত্যয়ন তাঁর হাতের লেখায় রয়েছে।এই ধারার ভাষা স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থবোধক নয় সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারা, যেমনটি এই আদালত দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, উভয় প্রত্যায়িত সাক্ষীদের প্রত্যয়ন প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু সাক্ষ্য আইনের ৬৯ ধারায় এরূপ প্রয়োজনীয়তা নেই। "

১৭। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, প্রত্যয়য়িত সাক্ষীরা মারা গিয়েছেন বা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এমন ক্ষেত্রে প্রস্তাবক অসহায় নন, কারণ ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ৬৯ ধারা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১৮. বর্তমান মামলায় প্রত্যয়নকারী উভয় সাক্ষীই মারা গেছেন। ইচ্ছাপত্রকারীর দুই পুত্র ইচ্ছপত্রটিতে স্বাক্ষর করার সময় তাদের উপস্থিতির বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।তাঁরা নিবাস ভূইয়ার স্বাক্ষরও সনাক্ত করেন, যিনি উইলটি তৈরি করেন এবং স্বাক্ষর করেন।এছাড়াও, একজন ফণীভূষণ ভূইয়া (বাদীদের সাক্ষ্য-4) নিবাস ভূইয়ার পুত্র, সাক্ষ্য দেন।তাঁর সাক্ষ্যে তিনি উইলকারি এবং দুই প্রত্যয়িত সাক্ষী ইচ্ছপত্রটিতে স্বাক্ষর করার সময় উপস্থিত ছিলেন বলে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন; তিনি তাদের স্বাক্ষর সনাক্ত করতে সক্ষম হন।এই সাক্ষী শিক্ষিত এবং একজন স্নাতক ।উইলটি কখন স্বাক্ষরিত হয়েছিল, কোথায় স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং কারা উপস্থিত ছিলেন, সেই পরিস্থিতিগুলি তাঁর দ্বারা পেশ করা হয়েছিল।উপরন্তু, সাক্ষী জেরাও সহ্য করেছিলেন।

১৯। সাক্ষীদের জবানবন্দি ছাড়াও, বিচারিক আদালত বিভাজন দলিলের উপর আস্থা করেছিলেন যা এটিকে কার্যকর করেছিল,এবং যেখানে ইচ্ছাপত্রের শর্তাবলী অনুযায়ী অংশ বিতরণ করা হয়েছিল। এই দস্তাবেজটির একটি নিবন্ধিত ছিল; এছাড়াও, আবেদনকারীর পূর্বসূরি প্রয়াত উপেন্দ্রও একটি দস্তাবেজে স্বাক্ষর করেছিলেন যা ইচ্ছপত্রের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছিল।

২০। যদি উপরের সমস্ত পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হয়, এবং এই বিষয়টিও মনে রাখা হয় যে উপেন্দ্রের কোনও উত্তরাধিকারী পরিচালন পত্র প্রদানের বিরোধিতা করেননি,তবে শুধুমাত্র একটি উপসংহার হতে পারে, অর্থাৎ, উইলটি যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়েছিল এবং এখানে প্রবক্তা এটি প্রমাণ করতে সফল হয়েছিলেন।

২১.পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত হাইকোর্টের রায়ের ফলাফলের মধ্যে কোনও দ্বিধাগ্রস্ততা খুঁজে পায় না।তাই আপীলটি টিকল না এবং খারিজ করা হল।মামলার খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ প্রদান করা হল না।

দিব্যা পাণ্ডের আপিল খারিজ করা হল।

(সহায়তা করেছেন শ্লোকা সাহ এবং শেভালি মোঙ্গা, এলসিআরএএস)

DISCLAIMER: "The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation".